দৈনিক
ইত্তেফাক

24 AUG 2009

লোকবলের অভাবে রাজশাহী আঞ্চলিক শিক্ষা ভবনের কার্যক্রম ব্যাহত

॥ রাজশাহী অফিস ॥

প্রয়োজনীয় লোকবলের অভাবে রাজশাহী আঞ্চলিক শিক্ষা ভবনের কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নানা কাজ নিয়ে এসে ঘুরছেন দিনের পর দিন। প্রশাসনিক কার্যক্রমে স্থবিরতা দেখা দিয়েছে। স্বল্প সংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রতিদিনের কাজ সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছেন। রাজশাহীর শিক্ষা কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করতে ৯০-এর দশকে মহানগরীর সোনাদীঘি এলাকায় স্থাপিত হয়েছিল এই শিক্ষা ভবন।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, বর্তমানে রাজশাহী আঞ্চলিক শিক্ষা ভবনে পদ রয়েছে মাত্র ২৩টি। এর মধ্যে আবার ১০টি পদ রয়েছে শূন্য। বিগত ২০০৩ সাল থেকে এই স্বল্প সংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারি নিয়েই জোড়াতালি দিয়ে চলছে শিক্ষা ভবনের যাবতীয় কার্যক্রম। ক্রমবর্ধমান চাহিদার কারণে এত বছরে শিক্ষা নগরী নামে খ্যাত রাজশাহীতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও বেড়েছে দ্বিগুণ।

শূন্যপদসমূহ পূরণসহ এই ব্যাপারে একাধিকবার মন্ত্রণালয়ে চিঠি দেয়া হয়েছে; কিন্তু অগ্রগতি হয়নি। বিগত ছয় বছরেও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে কোন কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

জানা যায়, পূর্বে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা এবং জেলা শিক্ষা অফিস পৃথক স্থানে ছিল। পরে ৯০য়ের দশকে বর্তমান স্থলে শিক্ষা ভবন তৈরীর পর ব্যয় সংকুলানের জন্য দুই অফিসকে একত্রিত করে ঐ ভবনের নীচে ও উপরে স্থান দেয়া হয়। এর পর থেকে নতুন গতিতে শিক্ষা ভবনের কাজ শুরু হয়। এর প্রথম ও দ্বিতীয় তলায় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা এবং তৃতীয় তলায় জেলা শিক্ষা অফিসের কার্যক্রম চলছে; কিন্তু কার্যক্রম শুরুর কিছুদিন পরই প্রয়োজনীয় লোকবলের অভাবে কার্যক্রম ব্যাহত হয়। ভবনের ২৩টি পদের মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অফিসে গুরুত্বপূর্ণ ৮টি এবং জেলা শিক্ষা অফিসে দুইটি পদ শূন্য রয়েছে। একজন হিসাব রক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে প্রায় ৩০ বছর ধরে। অফিস সহকারি আব্দুল আজিজ এই পদে কাজ চালিয়ে নিচ্ছেন।

অপরদিকে সহকারি জেলা শিক্ষা অফিসারের পদ শূন্য রয়েছে দশ বছর ধরে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অফিসের উপ পরিচালকের মূল শূন্য পদ পূরণ হয়েছে। গত ৫ জুলাই তরুণ কুমার সরকার এই পদে যোগদান করেন। এর আগে ২০০২ সালের জুলাই থেকে ২০০৭ সালের আগস্ট পর্যন্ত সাবেক বিদ্যালয় পরিদর্শিকা সিরাজুম মনিরা উপ-পরিচালক পদে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেন। পরে তিনি পদোন্নতি পেয়ে ঢাকা চলে যান। বর্তমান উপ-পরিচালক যোগদানের আগ পর্যন্ত রাজশাহী জেলা শিক্ষা অফিসার সাধন কুমার বিশ্বাস ঐ পদে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেন।

২৩ জনের ১০টি পদ শূন্য রেখে বাকিদের দিয়ে কোন রকম চলছে রাজশাহী আঞ্চলিক শিক্ষা ভবনের কার্যক্রম। অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারী নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অফিসে থাকেন না। আবার থাকলেও বাড়তি কাজের বোঝা নিয়ে অতিরিক্ত ব্যস্ত থাকেন।

রাজশাহী: নগরীর সোনাদীঘি এলাকায় আঞ্চলিক শিক্ষা ভবন -ইত্তেফাক

এই ব্যাপারে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা রাজশাহী অঞ্চলের উপ পরিচালক তরুণ কুমার সরকারের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, সদ্য যোগদান করার পর তিনি এইসব বিষয়ে অবগত হয়েছেন। পরে সার্বিক বিষয়ে তিনি ডিজি শিক্ষাকে অবহিত করেন। তরুণ কুমার সরকার জানান, ভবন সম্প্রসারণসহ শূন্য পদে লোক নিয়োগের বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়েছে। বর্তমানে এইটি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।